নতুন শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন

চলতি বছর ডিসেম্বর থেকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন বুধবার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পেশ করেন। গত চার মাসে ৫৬টি সংগঠনের সাথে মতবিনিময় শেষে এ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক স্তরকে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, সব ধারার পাঠ্যসূচীতে কিছু অভিন্ন বিষয় বাধ্যতামূলক এবং একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন ও একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে। নতুন শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা হবে দেশের বিরাজমান আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নৈতিক শিক্ষা জোরদার করা হবে। আদিবাসীসহ সকল জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধীসহ সকলকে শিক্ষার আওতায় আনা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পেশার বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হবে। জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চমানের গবেষণার ওপর জোর দেয়া হবে। প্রতিবেদন গ্রহণ করে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি সুচিন্তিত ও যুগোপযোগী খসড়া শিক্ষানীতি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কমিটি সভাপতি ও সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই শিক্ষানীতি দেশে গণমুখী, সুষম, সার্বজনীন, সুলভ, সুপরিকল্পিত ও মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও কৌশল হিসেবে কাজ করবে। সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০০৯-এর ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে। প্রতিবেদনটি আগে পর্যালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে, তারপর মন্ত্রিসভায় তোলা হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এটি বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠনের জন্য সরকারের যেমন সাধুবাদ প্রাপ্য, তেমনি মাত্র চার মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ চূড়ান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন তৈরীর কাজ সম্পন্ন করার জন্য কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দও ধন্যবাদার্হ। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা ছাড়া আলোকিত সমাজ কল্পনা করা যায় না। সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ সার্থকভাবে মোকাবিলায় যুগোপযোগী, নৈতিকতাসঞ্জাত ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। দেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি সুষ্ঠু ও আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষা নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। নতুন শিক্ষা নীতির চূড়ান্ত খসড়া, কাঙ্ক্ষিত সেই প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষানীতির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ এবং এ সম্পর্কে সচেতন সমাজের বিভিন্ন অংশের মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান বাস্তবতায় এর উপযোগিতার বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সহায়ক হবে। স্মরণ করা যেতে পারে, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সহ-সভাপতি সম্প্রতি এক মতবিনিময় সভায় বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় সব শিক্ষার সর্বস্তরে নৈতিকতা, কর্মমুখিতা, ধর্মীয় স্বকীয়তা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সববিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখেই নৈতিক ও কর্মমুখী শিক্ষানীতি প্রণীত হবে। আমরাও আশা করব, শিক্ষানীতির চূড়ান্ত (খসড়া) প্রতিবেদনে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও মতবিনিময় সভায় কমিটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের প্রদত্ত আশ্বাসের প্রতিফলন থাকবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে নিশ্চয়ই এমন কিছু থাকবে না যাতে বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে। চূড়ান্ত (খসড়া) প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনে শিক্ষানীতিতে সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা সম্ভব হয়- এমন ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষানীতিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অসামঞ্জস্য ও বৈষম্যের অবসান সবারই কাম্য। বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুষ্ঠুকরণের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা যেন কোনভাবে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে মনোযোগী হওয়াও জরুরী। এ প্রসঙ্গে শিক্ষানীতি চূড়ান্তকরণ সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের জাতির কাছে প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের পূর্বে জনগণের কাছে ইসলাম পরিপন্থী কোন আইন বা নীতি প্রণয়ন করা হবে না বলে অঙ্গীকার করেন। মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছাড়াও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন সরকারের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দেশবাসীর কাছে প্রতিবেদনটির গ্রহণযোগ্যতা ও পরবর্তীতে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকাঙ্ক্ষিত। আমরা আশা করব, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই যদি নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে সতর্কতার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।